রোগীদের প্রতারণার হাত থেকে বাঁচাতে উদ্যোগী গ্রামীণ চিকিৎসকেরা এক ভুয়ো ডাক্তারকে ধরিয়ে দিলেন ময়নায়

অসিত বেরা, ময়না

সাধারণ রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতারণার হাত থেকে বাঁচাতে এবার ময়দানে নামলেন গ্রামীণ চিকিৎসকরা। আর তাঁদের উদ্যোগেই শনিবার ময়নায় হাতেনাতে ধরা পড়ল এক ভুয়ো চিকিৎসক। অভিযোগ, দিল্লির ভি এম মেডিক্যাল কলেজ এন্ড সফদরজং হাসপাতালের চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে ময়নায় চেম্বার খুলে বসেছিলেন এই ভুয়ো চিকিৎসক এস এস ইসলাম। ভি এম মেডিক্যাল কলেজ এন্ড সফদরজং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই বিষয়ে তাদের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়লে তারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার প্রত্যন্ত গ্রাম রামচকে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে এস এস ইসলাম। প্রতি সপ্তাহে শনিবার তিনি চেম্বার করতেন। নিজেকে দিল্লির ভি এম মেডিক্যাল কলেজ এন্ড সফদরজং হাসপাতালের চিকিৎসক হিসাবে পরিচয় দিয়ে চেম্বার শুরু করেন। তার সাথে বড়ো হাসপাতালের নাম থাকায় সহজেই রোগীর ভীড় বাড়তে থাকে। ধৃত ভুয়ো চিকিৎসকের রোগী রামচকের বাসিন্দা অঞ্জলি বর্মন জানিয়েছেন, পায়ের ব্যথা নিয়ে এস এস ইসলামকে দেখাতে যাই। চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করার পর বিভিন্ন টেস্ট করার পরামর্শ দেন। তার জন্য সাথে আসা দুই সহযোগীকে টাকা জমা দিতে হয়।

এমনকি প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধও এই চিকিৎসকের কাছেই কিনতে হয়েছে। এলাকার অপর অধিবাসী রবীন্দ্রনাথ কায়েত জানিয়েছেন, প্রতি শনিবার রামচকে চেম্বার করলেও এই চিকিৎসকের কোনও বোর্ড ছিল না। একটি গাড়িতে দুজনকে সাথে নিয়ে ময়নায় আসতেন। আবার চেম্বার শেষ করে এদের গাড়িতে বসিয়েই চলে যেতেন। ফলে সন্দেহ তৈরি হয়। তাই আমরা এলাকার গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠনের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ জানাই। জানা গেছে, শনিবার গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের কয়েকজন সদস্য রোগী সেজে এই চিকিৎসকের কাছে যান। রোগী সেজে এস এস ইসলামের কাছে যাওয়া গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের সদস্য সুমনকল্যাণ হাইত জানিয়েছেন, এলাকাবাসীদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে আমাদের সন্দেহ হয়। আমরা চারিদিকে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি ইনি ভুয়ো চিকিৎসক।

তারপরেই এদিন রোগী সেজে ওনার কাছে চিকিৎসা করাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরি। স্থানীয় মানুষের সহায়তা নিয়ে গ্রামীণ চিকিৎসকরাই অভিযুক্ত ভুয়ো চিকিৎসক এস এস ইসলামকে ময়না থানার হাতে তুলে দেন। সেই সঙ্গে তার সাথে থাকা দুই সঙ্গী ময়নার বৃন্দাবনচক গ্রামের বাসিন্দা নিতাই অধিকারী ও মেদিনীপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় রায়কেও পুলিশের হাতে তুলে দেন গ্রামীণ চিকিৎসকেরা। জানা গেছে, ভুয়ো চিকিৎসক প্রথমে নিজেকে কোলাঘাটের বাসিন্দা বলে পরিচয় দেয়। পরে জানায়, তার বাড়ি নন্দীগ্রামে। ফলে এই ভুয়ো চিকিৎসকের পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ময়না থানার তরফে জানানো হয়েছে, স্থানীয়দের থেকে অভিযোগ পেলেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দিল্লির ভি এম মেডিক্যাল কলেজ এন্ড সফদরজং হাসপাতালের এ্যাডিশনাল মেডিক্যাল সুপার ডাঃ রাকেশ ভার্মা জানিয়েছেন, তাঁদের হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগে এস এস ইসলাম নামে কোনও চিকিৎসক নেই। বলেন, এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন।

নিরাপত্তা চেয়ে অনশনে পড়ুয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল ঃ মহিষাদল গার্লস কলেজের পড়ুয়ারা নিরাপত্তার অভাবসহ একাধিক অভিযোগ তুলে কলেজের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসেছে। শনিবার সকালে অধ্যক্ষ উত্তমকুমার উখাসেনিকে ঘরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়ারা। শুক্রবার থেকে অনশন বিক্ষোভে বসার ফলে শনিবার অসুস্থ হয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। ইতিমধ্যেই তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, গার্লস কলেজ হওয়া সত্ত্বেও এর চারপাশে কোনও পাঁচিল নেই। এমনকি কলেজ হোস্টেলের চারপাশেও কোনও পাঁচিল নেই। ফলে রাতের দিকে বহিরাগত যুবকরা হোস্টেল চত্বরে উৎপাত শুরু করে। তাদের আরও অভিযোগ, হোস্টেলের খাবার অত্যন্ত নিম্নমানের। এমনকি সেখানে যেহেতু কোনও পাঁচিল নেই তাই বেশ কয়েকজন ছাত্রী রাতের দিকে সহজেই হোস্টেল থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এর ফলে সমস্যায় পড়ে বাকি ছাত্রীরা। এছাড়া বিনা নোটিশেই কলেজ ফি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৪০০ টাকা। এইসব অভিযোগ তুলে গতকাল থেকেই কলেজের সামনে অনশন ও বিক্ষোভে বসে পড়ুয়ারা। তাদের দাবি, অবিলম্বে কলেজ ও হোস্টেল চত্বরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে। অধ্যক্ষ যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অনশন চালিয়ে যাবে।

এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজে নবীনবরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ বিগত সরকারের আমলে ভেঙে পড়েছিল শিক্ষার পরিকাঠামো। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার বসেই মমতা ব্যানার্জী বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে একে পর এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েরাও সহজে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করে একথা বলেন এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এগরা পৌরসভার পৌরপ্রধান শঙ্কর বেরা, কলেজের অধ্যক্ষ ড. দীপক তামিলি প্রমুখ।

রামনগরের পানমান্ডিতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ বাম আমলে রাজ্যজুড়ে হাসপাতাল-নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসা করাতে গিয়ে রোগী ও তাঁর পরিবারকে রক্তের জন্য সমস্যায় পড়তে হত। আর ক্ষমতা বদলের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উদ্যোগে মানুষকে চিকিৎসা করাতে গিয়ে রক্তের জন্য সমস্যায় পড়তে হয় না। শনিবার রামনগর ১ ব্লকের পানমান্ডিতে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন, এলাকার বিধায়ক অখিল গিরি। রামনগর ১ ও ২ ব্লক যুব তৃণমূলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিবিরে বিধায়ক অখিল গিরি ছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুশান্ত পাত্র, অনুপ গিরি, বিশ্বরঞ্জন মিশ্র, তাপস গিরি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে কয়েকজন মহিলা সহ মোট ৬৩জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

আজ ঝাড়গ্রাম ৭নং ওয়ার্ডে ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ আজ ঝাড়গ্রাম পৌরসভার কেবলমাত্র ৭ নং ওয়ার্ডে চারটি বুথে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ভোটার ২৩২১ জন। ঝাড়গ্রামের ৭ নং ওয়ার্ডের মোট চারটি দলে ভোটপ্রার্থী হয়েছেন, তৃণমূল প্রার্থী গোবিন্দ সোমানি, বিজেপি প্রার্থী সমীর (বাপ্পা) দত্ত, সি.পি.আই (এম) প্রার্থী কৃষ্ণা ঘোষ(মাহাত), নির্দল প্রার্থী রঞ্জিত ভকত(ইট চিহ্ন) ও পার্থ প্রতিম সরকার (সূর্য চিহ্ন) যেখানে কংগ্রেসের কোন প্রার্থী নেই। শনিবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাত ও মহকুমাশাসক নকুলচন্দ্র মাহাতসহ দুই আধিকারিক শেষবেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে হাজির হন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে এবং প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন, কোন অসুবিধা আছে কিনা। এছাড়াও ভোট গ্রহণকেন্দ্র থেকে ১০০মিটারের মধ্যে বা কোন সরকারি জায়গায় হোডিং বা ফেস্টুন লাগানো আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখেন।

আজ হলদিয়া ও পাঁশকুড়া পৌরসভার ভোট গ্রহণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ রাজ্যের আরও সাতটি পৌরসভার সাথে আজ রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া ও পাঁশকুড়া পৌরসভার ভোট গ্রহণ হবে। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে জেলার পুলিশ সুপার আলোক রাজোরিয়া জানিয়েছেন, নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ, মহিলা পুলিশ ও সিভিক ভলেনটিয়ার মোতায়ান করা হয়েছে। শনিবার থেকেই দুটি পৌরসভার সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে তল্লাশি অভিযান চালানোর পাশাপাশি নাকাবন্দি করা হয়েছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, শনিবার থেকেই সারাক্ষণ পুলিশ ভ্যান এলাকায় এলাকায় টহল দিচ্ছে। ভোটারদের যাতে কোন ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় তার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। এদিন হলদিয়া গভর্মেন্ট হাইস্কুল থেকে হলদিয়ার ও পাঁশকুড়ার জন্য পাঁশকুড়া বাটলিবাড় হাইস্কুল থেকে ইভিএম মেশিন বন্টন করা হয়।

এক নজরে দুটি পৌরসভা

হলদিয়া পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ২৯টি। মোট ভোটার ১৩৮৯৭৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৭১৯২৭ জন, মহিলা ৬৭০৫০ জন ও উভয় লিঙ্গ ২জন। মোট প্রার্থীর সংখ্যা ১০৪ জন। ১৫১ বুথে ভোটারেরা তাদের ভোটদান করবেন। অপরদিকে পাঁশকুড়া পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৮টি। তার মধ্যে ২টি আসনে আগেই তৃণমূল জয় লাভ করেছে। ফলে ভোট গ্রহণ হবে ১৬টি ওয়ার্ডে। ৫৬জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ৪১ হাজার ৫৫৯ জন ভোটার। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২১৪০৪, মহিলা ২০১৫৫ জন ও উভয় লিঙ্গ ১০ জন। ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ৪৬টি। বিনা নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীরা হলেন ৪নং ওয়ার্ডের সেখ সমিরউদ্দিনও ১৫নং ওয়ার্ডের আনিসুর রহমান।

বৌদিকে ধর্ষণের চেষ্টা সিভিক ভলেন্টিয়ারের, আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল ঃ বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে নিজের বৌদিকে ধর্ষণের চেষ্টা করল এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। আর তার জেরেই আত্মঘাতী হল মিতালী সর্দার নামের এক গৃহবধূ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের বাসুলিয়া গ্রামে। ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত দেওর তাপস সর্দার ও তার পরিবারের বাকি সদস্যরা। শনিবার সকালে বাড়ির তৃতীয় তলা থেকে মিতালী সর্দারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতার বাপের বাড়ির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রায় সময়ে বাড়িতে কেউ না থাকলে বৌদির শ্লীলতাহানি করতো দেওর তাপস। তাঁরা আরও অভিযোগ করেছেন, এই নিয়ে স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি মিতালীর। উল্টে তাঁকেই নানাভাবে গঞ্জনা দিতো শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। মৃতার বাপের বাড়ির লোকেরা মহিষাদল থানায় জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফোন করা হয়। ফোনে জানানো হয় মিতালী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাঁদের অভিযোগ, মিতালীকে একা পেয়ে তাঁর সাথে অশালীন আচরণ করে তাপস। এর প্রতিবাদ করায় তাঁকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে দেওর। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

কাঁথির সেরপুর তেলেঙ্গানাবাড়ের সেভেন স্টার ক্লাবের দশ দিনের মনসা পূজা ও মেলার ঘটোত্তলন উপলক্ষ্যে শনিবার দুপুরে কাঁথি শহরজুড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

বিয়ের পর্ব শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত ১, জখম ৯

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাসপুর ঃ বরযাত্রী বোঝাই ট্রেকার উল্টে মৃত ১, জখম ৯ জন। দাসপুর থানার পাড়ুইপাড়ার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ। পুলিশ জানায়, মৃত ব্যক্তির নাম রঞ্জিস সিং(২৫), বাড়ি ডেবরার বলরামচক গ্রামে। জখম ট্রেকারযাত্রীরা এখন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখমদের মধ্যে ৪ জন মহিলা। জানা গেছে, দাসপুরের কৃষ্ণনগর গ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক মেয়ের বিয়ে হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের চাকুই গ্রামের এক যুবকের সাথে। সেই মতো শুক্রবার রাতে পটাশপুর থেকে ২টি ট্রেকার করে ২০-২২জন বরযাত্রী দাসপুরের গ্রামে এসেছিলেন। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর রীতি মেনে বিয়ের পর্ব সাঙ্গ হলে ভোরে

বরযাত্রীরা সেই ট্রেকারে করেই পটাশপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন বলে পাত্রীর মা রাখী সিং জানিয়েছেন। পথে ঘাটাল-পাঁশকুড়া সড়কে পাড়ুইপাড়ার কাছে রাস্তার ধারে একটি পুকুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি ট্রেকার, অতিবৃষ্টি ও বন্যায় জল উঠে এই রাস্তা এমনিতেই বেহাল। সেই রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায় ১০ জন আরোহীসহ ট্রেকারটি। গুরুতর জখম হন চালকসহ প্রত্যেকেই। পুকুরে পড়ে যাওয়া ট্রেকারযাত্রীদের চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ভোররাতে এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বরযাত্রীদের উদ্ধার করে দাসপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে রঞ্জিত সিং নামে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। ৪জন মহিলাসহ গুরুতর জখম ৯ জনকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এগরায় আড়াই মাসের নব বিবাহিতাকে খুন করলো স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ প্রেম করে বিয়ে করলেও কয়েকদিন পর থেকেই পণের দাবিতে নববিবাহিতা শিবানী আদকের উপর অত্যাচার চালাতে তার স্বামী অমিত। এর প্রতিবাদ করায় শিবানীকে খুন করে তার মৃতদেহ ঝুলিয়ে দিল স্বামী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার উত্তর এরেন্দা গ্রামে ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মাত্র আড়াই মাস আগে শিবানী ও অমিতের বিয়ে হয়েছিল বলে জানা গেছে। মৃতার বাবা পটাশপুর থানার মকরামপুরের বাসিন্দা শক্তি প্রধান জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ে শিবানী নাবালিকা। অমিত তার প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে শিবানীকে বিয়ে করে নেয়। শক্তিবাবু জানিয়েছেন, প্রথমে বাধা দিলেও সম্মানের কথা ভেবে এই সম্পর্ক মেনে নেই। কিন্তু কিছুদিন কাটতে না কাটতেই শিবানীর উপরে পণের দাবিতে অত্যাচার শুরু করেছিল তার স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। এগরা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ মৃতদহে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

চুল ডাকাতি কান্ডে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগবানপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরের একটা গোডাউন থেকে প্রায় ৪৬লক্ষ টাকার চুল ডাকাতির কান্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ভগবানপুর থানার ওসি মনোজ ঝা জানিয়েছেন, ধৃত ননীগোপাল মাইতি ও উত্তম জানা রামনগরের বাসিন্দা। ধৃতদের শনিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়।